ওঁ তৎসৎ।

হিতৈষণা-গ্রন্থাবলী-১৭

স্বস্তিকা।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র

প্রকাশ-তিথি।

'স্বস্তিকা' গ্রন্থ ৫০২০ কলিগতাব্দে ১৯৭৬ সম্বতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ১৮৪১ শকে ১৩২৬ সালে ৯০ ব্রাহ্মসম্বতে মকর রাশিস্থ ভাস্করে মাঘমাসে উনত্রিংশ দিবসে গুরুবাসরে কৃষ্ণপক্ষে শুভ অষ্টমী তিথিতে প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা,
৫৫নং অপার চিৎপুর রোড্ আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ওঁ

সকল বিপদের মধ্যে সকল দুঃখশোকের মধ্যে
যাঁহার স্নেহহস্ত অহর্নিশি স্বস্তি ও শান্তি
বিধান করিতেছে, তাঁহারই চরণে
এই কয়েকটী পত্র নিবে-
দিত হইল।

ভূমিকা।

সংসারে থাকিতে গেলেই সুখদুঃখ বিপদসম্পদের ভিতর দিয়াই চলিতে হয়—সুখদুঃখ সহচর অনুচর হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে। সেই সমস্ত সুখদুঃখে ডুবিয়া থাকিলে জীবনে সোয়াস্তি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সুখদুঃখের মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রের অবিশ্রাম কর্ম্মস্রোতের মধ্যে সেই সোয়াস্তি পাইবার উপায়স্বরূপে অবসরমত এই কবিতাগুলি লিখিয়াছিলাম। তাই ইহার নাম স্বস্তিকা রাখিয়াছি। কবিতাগুলির একটীও যদি কাহারও হৃদয়ে সোয়াস্তি দিতে পারে তবেই আমার কামনা সফল ও আশা পূর্ণ।

ভগবদাশ্রিত

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুক্রমণিকা।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

নীরবে।

প্রসাদী পদচ্ছায়া।

নীরবে।

ওঁতৎসৎ।

স্তবিকা।

তাঁরি গুণগান।

সবে মিলে আজি একপ্রাণ হয়ে
করহ সবলে তাঁরি গুণগান।
কোটী কোটী তারা চন্দ্র সূর্য্য সবে
আমাদের গানে কর যোগদান॥

আকাশের মত সুরে সুরে সুরে
উঠুক গভীর হৃদয়ের তান।
কোথা হে জলধি কোথা হে ধরণি
থেকো না নীরব—গাও খুলে প্রাণ॥

স্বস্তিকা—

কোথা অভ্রভেদী হিমালয় তুমি
দাঁড়ায়ে উন্নত আসনের পরে—
সুগম্ভীর স্বরে গাও তুমি গান—
হউক ধ্বনিত শতেক কন্দরে ॥

কোথারে জ্বলন্ত তুমি দাবানল
দীপ্তশিরা সদা কর যে প্রার্থনা,
কোটী কণ্ঠে গাও দেবনর সাথে—
পাবে সবে তাঁর আশীষের কণা ॥

ওঁ

নূতন বারতা।

রাগিণী—বাহার।

সাগরের ভাঙ্গা তরঙ্গের মত
ভাবনার মাঝে অবিরাম শত,
স্বরগ হইতে বারতা নূতন
ঢালগো হৃদয়ে নূতন কিরণ।

সন্দেহ আঁধার ভয় দুঃখ শোক
ঘুচে যাক পেয়ে বিমল আলোক ;
চলুক ফিরিয়া মোদের নয়ন
তোমা পানে দেব তপনবরণ।

স্বস্তিকা—

নদী যথা নেমে উচ্চাসন হতে
নব প্রাণ দেয় জীবজন্তু শতে,
জাগে তারি যথা কোমল পরশে
শুষ্ক লতাপাতা নূতন হরষে,
সেই মত তুমি কিরণে নূতন
দাওগো জাগায়ে মম প্রাণমন॥

বন্তিকা—

আছি পড়ে ।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা ।

তোমারি চরণতলে
আছি পড়ে—আছি পড়ে ।
আমারে লহগো তুলে
তোমারি কোমল কোলে,
মুছায়ে নয়ন জলে—
ভয় যত যাক দূরে ॥

স্বস্তিকা—

অভয় বাণী
শুনি যে কানে
আনন্দ রস
বহে যে প্রাণে,
বহে প্রাণে—বহে প্রাণে।
অকূলের লভি কূলে,
পাপতাপ ব্যথা ভুলে
সদাই আনন্দমূলে
পরাণ রাখিব খুলে ॥

করেছ ক্ষমা ।

আজিকে নির্ম্মল নূতন শারদ প্রাতে
করিয়াছ ক্ষমা—জেনেছি জেনেছি আমি—
যতেক ক্ষুদ্রতা, পাপতাপ যাহা কিছু।
প্রণতি করিগো তোমারি চরণে স্বামি ॥

দুঃখ মোর আজি—আশীর্ব্বাদ করি তারে—
ধন্য হোক সে-ও—গভীর দুখের মাঝে
তোমারে পেয়েছি—তুমি যে তখনি দেখা
মাতৃ-রূপ ধরে দিয়েছ সকালে সাঁঝে ॥

সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ দুঃখপাপতাপে ভরা
অতীতের পরে তোমারি করুণাধারা
অবিরল ধারে নামিয়া দিয়াছে ধুয়ে
শত স্রোতে ঝরা রুধির রক্তিমধারা ॥

দিয়াছি তোমারি অতল প্রেমের মাঝে
হে মোর দয়িত আকুল প্রাণের ঝাঁপ—
সুখ দুখ যাহা দিতে হয় দিও তুমি—
দিও নাকো শুধু তোমারি বিরহ-শাপ ॥

ওগো প্রিয়তম ক্ষমা তো করেছ তুমি—
অপরাধ যত সবি তো লয়েছ মম
তব নিজ হাতে ; ভিন্ন আর নাহি কিছু
জীবনে মরণে—সকলি অমৃত-সম ॥

স্বস্তিকা—

আমি ক্ষুদ্র কীট—মোরেও করেছ ক্ষমা ;
তুমি যে মহান শিব সত্য সুন্দর হে—
তোমারি সমান কে গো মম প্রিয়তম—
শান্তি কোথা ছাড়ি তোমা প্রাণবঁধু হে॥

লভি' তব ক্ষমা প্রাণের পাষাণ-ভার
গিয়াছে নামিয়া—প্রেমের আশ্রয়ে তব
রয়েছি নির্ভয়ে ; জেনেছি জেনেছি আমি
তুমি মোর স্বামী, প্রাণের কাঙ্ক্ষিত সব ॥

বিজয় ঘোষণা।

ঈশ্বরের বিশ্বচরাচর মাঝে
সকলের কাজ নহেকো সমান—
জনে জনে ভিন্ন কাজের বিভাগ
দিয়াছেন রাখি দেব ভগবান॥

ভাল যদি বাস তাঁরে, করে যাও
কাজ যাহা তিনি রেখেছেন স্থির
তোমারি লাগিয়া, হরষিত মনে—
ফলাফল-তরে হয়োনা অস্থির॥

শ্রাবন্তিকা—

উঠে পড় জেগে, থেকোনা ঘুমায়ে
আলস বালিশে—ডেকেছেন প্রভু
তাঁরি শুভ কাজে—যে যেমন পার,
করে যাও কাজ—পিছায়ো না কভু ॥

বলী হয়ে তাঁর অতুলন বলে
বিজয় ঘোষণা কর তাঁর নামে।
মরণে বিপদে করিও না ভয়—
সকলেই যাবে আনন্দেরি ধামে ॥

শুনি সে বারতা যে যেথায় আছে,
সবারি পরাণ উঠিবে মাতিয়া—
বৃদ্ধ নারী যুবা মলিন বা যারা
সবারি জীবন উঠিবে ভরিয়া ॥

নিরাশ হৃদয়ে জীর্ণ কুড়ে ঘরে
সারাদিন যারা ফেলে তপ্তশ্বাস,—
শোনে নাকো বিশ্বে বাজিছে যে গান,-
তারাও জাগিবে পেয়ে নব আশ ॥

সাধিলে তাঁহার যত শুভ কাজে,
রাজরাজেশ্বর নিজ হাতে তবে
পরাবেন শিরে মুকুট উজ্জ্বল—
বিশ্ব তব পদে নতশির হবে ॥

ওঁ

ষন্তিকা—

দাও ভক্তি।

সত্যের আলোক তুমি, ঋতের আকরভূমি!
তোমারি মহিমালোকে কেটে যায় মেঘ শত।
কি আশ্চর্য্য মহিমায় ঘিরিয়া আছে তোমায়
বুঝিতে পারি না তাহা, ভাষায় বলিব কত॥

তুমি যে জগতপাতা, তুমি যে আমার ধাতা
জ্যোতির্ম্ময় তব জ্যোতি ফেল গো প্রাণে আমার।
ভবের এ পারাবার মিথ্যা কেবলি অসার—
তোমারি ধরিয়া হাত অবহেলে হব পার॥

আমার প্রাণের কথা—তুমি তো জান সে ব্যথা—
দূরিও, দেখায়ে তব মহিমার পূর্ণ আলো।
পৃথিবীর যাহা কিছু রেখে যেতে দাও পিছু—
সে সকল আবর্জ্জনা লাগেনাকো মোর ভালো॥

তব পুণ্য নাম যাতে গাহি দেবগণ সাথে
অনন্ত জীবন ভোর, সেই মত দাও শক্তি।
প্রতীক্ষা করিব কত আশায় হইয়া হত—
তোমারে যাহাতে পাই, সেই মত দাও ভক্তি॥

ওঁ

তোমার গান।

আকাশ ভরিয়া তব উঠিয়াছে গান
স্তব্ধ হয়ে শুনি তাহা কম্পিত হৃদয়ে।
থরে থরে থরে উঠে কত তার তান
রবি চন্দ্র হতে শত গ্রহে উপগ্রহে॥

সারা বিশ্বচরাচরে ভরি' নিজ তানে
ঝঙ্কার সে অনাহত ফিরে ধরণীতে।
কত-না জাগায়ে তুলে জগতের প্রাণে
আনন্দ বসন্ত হাসি নব নব গীতে॥

আতুর শয়ান যেথা জীর্ণ কুড়ে ঘরে
তোমার সে গান যায় লয়ে সেথা শান্তি।
তোমার নামে যে দেব! শান্তিসুধা ঝরে
রোগ শোক দূরে যায়, ফুটে কত কান্তি॥

দেবতামন্দির হতে আরতির গান
ভকতের কণ্ঠে যবে উঠে উচ্ছ্বসিয়া,
শুনি' তাহে তোমারি যে সঙ্গীতের প্রাণ,
ভক্তমনে তব সাথে যাই যে মিলিয়া॥

মধ্যাহ্নে প্রকৃতি স্তব্ধ—বালু কাঁপে দূরে,
তারি মাঝে জাগে দেখি তব রুদ্রভাব।
জীবনের ধারা নামে দীপকের সুরে—
আঁধার পলায়ে যায় মলিন-প্রভাব॥

স্বস্তিকা—

সন্ধ্যা যবে নামে তব নিশ্বসিয়া গান
তারকাখচিত নব ধূপছায়া পরি'—.
অতি ধীরে তারি সাথে ভেসে যায় প্রাণ
নিস্তব্ধ স্রোতের পরে যথা মুক্ত তরী ॥

জোছনা শিশির আর যত কিছু আছে
সকলে ধ্বনিত শুনি তব পুণ্য নাম।
তোমারে পাইয়া আজ হৃদে বড় কাছে—
ধরেমা আনন্দ—হয়েছি সফলকাম ॥

জীবন ভরিয়া দাও গাহিবারে শক্তি
তোমার পবিত্র নাম মধু হতে মধু।
হৃদয় ভরিয়া দাও তোমা পরে ভক্তি
চরমে চরণ পাই যেন প্রাণবঁধু ॥



গাও, বীণা গাও।

(১)

একে একে ধীরে দুখের চিন্তার শত
ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঢেউগুলি লাগিছে আসিয়া
হৃদয়ের বেলা-পরে—চিরসঙ্গী মম।
কাতর হয়ো না তায়—গাও বীণা গাও,
তারি মাঝে নিয়ে এসো আনন্দেরি তান-
যে গান বিহগে গাহে বসন্তের প্রাতে
প্রভাত-তপনে উঠে ফুটিয়া যে গান,
উষার শিশিরে প্রতি ফুলে প্রতি পাতে

যে আনন্দ শুভ্র-হাসি লুটোপুটি খায়,
গাও বীণা গাও তুমি সে আনন্দগান—
আকাশ হইতে নীরব সন্ধ্যার মত
চুপে অতি চুপে দেবতার আশীর্ব্বাদ
ঝরুক তাহার পরে। ঘুচে যাক যত
দুঃখশোকতাপ মলিন হৃদয় হতে।

(২)

নির্জ্জন আঁধারতলে পশেনাকো যেথা
একটী আলোক-রেখা, গাও সেথা গাও
বীণাটী আমার; তোমার সুতান গান
আশার আলোক ধরে তুলুক জাগায়ে
দীনহীন যত আঁধার কুটীরবাসী।
মরুভূর অগ্নিময় বালুরাশি যেথা

ধূ ধূ করে দিবানিশি, তারি মাঝে যবে
দু'একটী তৃণগাছি তৃষাতুর কণ্ঠে
দু'ফোঁটা জলের তরে চাহে উর্দ্ধমুখে,
গাও বীণা গাও সেথা—তব হর্ষবাণী
ফল্গু নদী যথা আনন্দের স্রোত ঢালি
নিরাশ হৃদয়ে সেথা দিয়ে যাক আশা।
শুনে তব গান যত পথিকের প্রাণ
ভগবৎ-প্রেম-বলে হোক বলীয়ান।

—ওঁ—

ডাকা ।

তোমারি দুয়ারে আসিয়াছি প্রভু
বিরহের জ্বালা লয়ে।
তুলি' মোরে কোলে দাও দেব শান্তি
দগধ তপ্ত হৃদয়ে ॥

জানি না কেমনে ডাকিবার মত
তোমারে ডাকিব হায়—
প্রাণের মাঝারে ডাকা আসে, তাই
প্রাণ সদা ডেকে যায় ॥

ডাকের ভিতর অবোধের মত
বলে যাই কত কথা।
তুমি ছাড়া আর কে বুঝিবে তাহে
কত জাগে মর্ম্মব্যথা ॥

ডাকিবার মত শিখাও হে ডাকা,
কাঁদিতে শিখাও আর।
তব পদে যাহে পারি গো নামাতে
পাষাণ হৃদয়ভার ॥

দিয়েছ ধরা।

আপনার নহ তুমি—তুমি যে আমার—
আপনি দিয়েছ ধরা স্বেচ্ছায় তোমার।
যাহা কিছু ছিল মম, সবি দিয়া আমি
বেঁধেছি আমার সাথে, ওগো মোর স্বামী।

মূল্য যার নাহি কোন—ভক্তিধন দিয়া
আটক করেছি তোমা' দরিদ্রের হিয়া'।
মুক্তি ভুক্তি কোন কিছু নাহি চাহি আমি-
তোমা সনে বাঁধা রব—চাহি দিনযামি।

আপনার নহ তুমি—তুমি যে আমার—
আপনি দিয়েছ ধরা স্বেচ্ছায় তোমার।
তুমি মোর প্রাণসখা, এই অধিকারে
বাঁধিয়া প্রাণের মাঝে রাখিব তোমারে।

ছুরু ছুরু মৃদুধ্বনি শুনিতে শুনিতে
চিরতরে রবে হৃদে—নারিবে ছাড়িতে।
নীরবে চরণ প্রভু পূজি' হব ধন্য—
সফল কর এ কাম—নাহি কাম অন্য।

আপনার নহ তুমি—তুমি যে আমার—
আপনি দিয়েছ ধরা স্বেচ্ছায় তোমার।
তুমি মোর রাজরাজ, আমি প্রজা তব—
প্রতিদিন গাব আমি জয়গীত নব।

যে যেথায় আছে সারা জগতের প্রাণী
আসিবে সম্মুখে তব শুনিবারে বাণী।
তোমার গৌরবে মম আনন্দ-সাগরে
উঠিবে তরঙ্গ কত থরে থরে থরে।

আপনার নহ তুমি—তুমি যে আমার—
আপনি দিয়েছ ধরা স্বেচ্ছায় তোমার।
আমারো জীবন সব, যত ভালবাসা
সঁপেছি তোমারি পদে যত সুখ আশা।

আমার বলিয়া কিছু না চাহি রাখিতে—
লহ লহ সবি মম, থাক মম চিতে।
লাগাও সেবায় তব জীবন আমার—
উঠুক সেথায় তব নিত্য জয়কার।

ওঁ

কেন বসে ?

কেন তুমি বসে আছ মলিন হৃদয়ে
অন্ধকার গৃহকোণে যেন কত ভয়ে ?
চারিদিকে দেখ চেয়ে ফুটে ফুলরাশ
হাসি হাসি বিথারিছে মোহন সুবাস ;
তুমি কেন নিরানন্দ কাঁদিছ ফুকারি—
হানিছে কিসের দুঃখ বুকেতে তোমারি ?
ঘাসের পাতায় প্রতি প্রভাত-শিশির
বিশুভ্র হাসির মত দোলে ঝিরঝির ;
ঘাসের সুগন্ধ কিবা মোহিছে পরাণ—
তোমারি পরাণে কেন নাহি জাগে গান ?

গোলাপ কুসুম যত নিজ রক্ত দিয়া
রঞ্জিছে সুরাগে কত জগতের হিয়া ;
আনন্দের মহাগান সাগর ভেদিয়া
উঠিতেছে অবিরাম শোন কান দিয়া ;
তুমি কেন ফেল একা প্রতপ্ত নিশ্বাস—
কল্পনায় পুষ্ট শুধু প্রাণের হুতাশ ?
তোমারি হৃদয়বীণা উঠেনাকো কেন
ঝঙ্কারি বিশ্বের গানে—সাড়াহীন যেন ?
ছেড়ে দাও মলিনতা, ফেলিওনা শ্বাস—
আনন্দ ছেয়েছে বিশ্ব—হয়ো না হতাশ।
রবির কিরণ শত আনন্দ পুলকে
নাচে খেলে পাতে ফুলে পলকে পলকে ;
বনের ভিতর দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে
লুকোচুরি খেলা করে—কবি মুগ্ধ হেরে।

খণ্ডিকা—

তুমি কেন বসে যেন শ্রান্ত প্রাণ লয়ে—
চিন্তার পাষাণ ভারে অবনত হয়ে ?
সাগরের উপকূলে কত মেয়ে ছেলে
আনন্দে তরঙ্গ সাথে ছুটে ছুটে খেলে ;
সিন্ধুপৃষ্ঠ হতে আসে হুহু করে বায়—
আনন্দে ফেনিল ঢেয়ে লুটোপুটি খায়।
তুমি কেন নাহি শুধু ভুলিয়া আপন
বিশ্বের আনন্দ মাঝে হও নিগমন ?
এত প্রেম আনন্দের তুফানের মাঝে
কেন না হৃদয় তব দিবানিশি বাজে ?
আনন্দের মূল যিনি তাঁরে হৃদে ধর—
পরাণে জ্বলিছে যাহা আগুন প্রখর,
পরশমণির স্পর্শে করগো নির্ব্বাণ ;—
লভিয়া জীবনী সুধা, কর বিশ্বে দান।



তবুও ক্রন্দন।

তোমা বড় ভালবাসি ওগো প্রাণসখা—
তুমি এসে দেখে যাও মরমের মাঝে
তোমার প্রেমের দীপ ধ্রুবতারা যেন
নয়নের আগে মোর সদা জেগে আছে—
তবুও ক্রন্দন কেন অন্তরেতে জাগে ?
চিন্তা তবু কেন ঘুরে তোমা হতে দূরে ?
তোমারে জানিতে চাহি আরো আরো আরো
সাধিয়া তোমারি প্রিয়—আশা নাহি পূরে।
মুহূর্ত্তেরো তরে তোমা দেখিবারে চাই—
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হনু—তবু নাহি পাই।

তবে কি তোমারে ভাল নাহি বাসি আমি ?–
ভাবিতেও নারি যে তা' হে জীবনস্বামি।
কবে মম পূর্ণ প্রেম তোমারি চরণে
নিবেদি' সার্থক হব, সদা ভাবি মনে।
মুহুর্ত্তের তরে দেব ভেঙ্গে দাও ভয়
সংশয় দূরিয়া দাও করগো অভয়।
নির্ভর তোমারি পরে শিখাও করিতে
তোমারি মহান প্রেমে শিখাও মিলিতে।
সকল সংসার মাঝে কেবা আছে বল
হৃদয়ে ধরিয়া যারে হইব সবল !
জানায়ে যাহারে সব সুখদুঃখ-কথা
জুড়াব তপত প্রাণ ঘুচাইব ব্যথা ?

নীরবে।

নীরবে তোমায় স্বামী, কত ভাল বাসি আমি,
আমার চিরিয়া বুক দেখে যাও আসি।
তব সাথে দিবানিশি, চাহি যে রহিতে মিশি,
দাওনা তেমন ধরা—আঁখি জলে ভাসি॥

তোমায় আমায় মধু, কত কথা প্রাণবঁধু,
সবার অজানা চাহি নীরবে কহিতে।
তুমি কেন সরে যাও, পরাণ ভাঙ্গিয়া দাও,-
আপনার প্রাণ চাহি আছাড়ি বধিতে॥

জগতে আনন্দ আলো, কিছুই না লাগে ভালো,
প্রাণের হুতাশ জাগে আগুনের মত।
মরিতেও সুখ তায়, তোমারে যদি গো পাই,
বারেক হৃদয় পুরে আপনার মত॥

দুরু দুরু কাঁপে হিয়া, শোন তুমি কান দিয়া,
বুঝিবে আমার প্রাণে কি গভীর ব্যথা।
থাকিতে নারিবে কভু, ওগো মোর প্রাণপ্রভু,
জানিলে বেদনা মম না কহিয়া কথা॥

দুপুর বেলায় যবে, আঁধার বনের মাঝে,
চলে যাই একা একা শ্রান্ত ক্লান্ত মনে।
সহসা জাগিয়া উঠে, হৃদয়কমল ফুটে,
কহিতে শতেক কথা তব মধু-সনে॥

খণ্ডিকা—

এস মোর চিত্তধন, তুমি এক প্রিয়জন,
  তোমারে ছাড়িয়া মম নাহি আর কেহ।
চাহিনা কিছুই আর, শুধু তুমি একবার,
  ভালবেসে দাও মোরে ঢালি' তব স্নেহ ॥

—ওঁ—

আলো ও ছায়া।

জগতের যাহা কিছু হাসি আর ভালো।
সকলের পরিচয় বুঝি তুমি আলো॥
তবু কেন থাকে তাহে আঁধারের ছায়া।
কিছুই বুঝিতে নারি কি যে তাঁর মায়া॥
শুধু জ্যোতি কেবা পারে সুদীর্ঘ সহিতে।
তাই বুঝি দেখি তায় আঁধারে ঢাকিতে॥
নিদাঘের তাপ যবে দগধিয়া মারে।
আঁধার জলদ ঢালে মধু বারিধারে॥
গোলাপ কুসুম নাই কণ্টকবিহীন।
প্রেম জাগে কোথা বিনা বিরহ-মলিন ?

স্বস্তিকা—

সুখ দেন যিনি, পাছে রহি তাঁরে ভুলে।
তাই বুঝি সুখ-মাঝে দুঃখচ্ছায়া দুলে॥
গভীর আনন্দ যবে চিত্তে পরকাশে—
দুখের আঘাতকম্প কোথা হতে আসে॥
কেনই বা আসে আর আসে কোথা হতে
কিছুই না জানি বুঝি, ভাসি সংশয়েতে॥
আলো আঁধা মিলে আনে বিশ্বে প্রেমগান
সন্ধ্যার রাগিণী নিতি ঢালে নব প্রাণ॥
তারি মাঝে জেগে ওঠে দয়াময় নাম।
তাঁহারে প্রণমি সবে, ছাড়ি' অন্য কাম॥

ওঁ

করে যাব।

করে যাব কাজ আছে করিবার যাহা।
বলিবার থাকে যদি বলে যাও তাহা॥
অনন্তের মহাশক্তি নিত্য দেয় বল—
দৌর্ব্বল্য দৈন্যের যত ঘুচায়ে গরল॥
নিরানন্দ মলিনতা কোথা যায় চলে।
তাদের দলেছি দেখ এই পদতলে॥
তোমরা ঘুমাও কেন অচেতন-প্রায়
নিশার আঁধার যবে আবরে ধরায়?
নাহিক ঘুমের লেশ আমার নয়নে—
দিন রাত খেটে যাব শকতি অর্জ্জনে॥

স্বস্তিকা—

পিছনে চাব না কভু, চলিব এগিয়ে।
মায়ামরীচিকা সব থাক্ না পড়িয়ে ॥
আঁধারের মাঝে দেখি প্রেমের আলোক।
ভুলায়ে দেয় যে তাহা শ্রান্তি ক্লান্তি শোক ॥
অভয় হয়েছি আমি ধরিয়া অভয়ে।
বাহির হয়েছি তাই পৃথিবীর জয়ে ॥
এধরার কাজ যবে হয়ে যাবে সারা।
অনায়াসে যাব চলি ছাড়ি' এই কারা ॥
সংসারের ওপারেতে সাথে দেবগণ।
ধন্য হব তাঁর নাম গাহি' অনুক্ষণ ॥

৹ওঁ৹

কলঙ্ক।

(কীর্ত্তনী ঢপের সুর)

কাঁদিলাম যদি জনম অবধি
কলঙ্ক রটিবে তব নামে।
তব অপযশ উঠি' দিকে দশ
বজ্জর হানিবে মম প্রাণে॥

শুনিবার আগে দীন হীন মাগে
করিতে করিতে তব নামে।
চলে যাই যেন দেহ ছাড়ি' হেন
মরণে বাঁধিয়া বঁধু-মানে॥

চরণের পরে চিরদিন তরে
বাঁধা রহি যেন ভুলি' আনে।
সকলি ছাড়িয়া আকুলিত হিয়া
ধায় সেথা—বাধা নাহি মানে॥

যাহা কিছু করি, চলি আর বলি
আঁখি থাকে যেন তব পানে।
তুমি ধ্রুবতারা নয়নের তারা
আলো তুমি আঁধার যেথানে॥

কেন আর মোরে রাখ মোহ-ঘোরে?
আছাড়ি পড়িছি দুখবাণে।
কবে পাব বল মুকতি উজল—
হাসিয়া চলিব তোমা পানে॥

অপেক্ষায়।

জীবনের লতা গিয়াছে শুকায়ে
পাতাগুলি গেছে ঝরে একে একে।
শুধু আছে ডাল শ্মশানের মাঝে
সাক্ষী দাঁড়াইয়া অষ্ট অঙ্গে বেঁকে॥

মরমের পরে বহেনাকো আর
মৃদুল হিল্লোলের বসন্তের বায়।
ফোটেনাকো আর কুসুম সুগন্ধ,
গন্ধ মধু নাহি প্রাণেরে জুড়ায়॥

কোথায় বা আর বনের সে হাসি,
প্রভাতের সেই লুকোচুরি খেলা ?
সন্ধ্যা-সমীরণে নব ভাব আর
করে না আঘাত হৃদয়ের বেলা ॥

মরণের শ্বাস লেগে আছে যেন
গায়ে গায়ে গায়ে—আনন্দকল্লোল
কোথারে লুকাল—অপেখিয়া আছি
কবে পাব মা'র শীতল সে কোল ॥



থাক্ পাছে।

(কীর্ত্তনী ঢপের সুর)

সুখদুখকথা মরমের ব্যথা
পড়ে থাক্ যত সবি পাছে।
বাসনা কামনা সকলি ছলনা—
প্রাণপ্রিয়! তোমা মন যাচে॥

জীবনের পরে সুধার নির্ঝরে
তোমা বিনা কেবা দিতে পারে।
বিনা প্রাণধন কে আছে এমন
প্রাণ খুলি' কথা বলি যারে॥

ধন রাশি রাশি, আশারি বা হাসি
বৃথা কেন প্রাণে আসি লাগে।
তারে মন মম ঝাড়ি' ধূলি-সম
চলে চল প্রাণ যেথা জাগে॥

কেন গো বসিয়া দুখবিষ পিয়া
আঁখি তুলি' মলিন বয়ানে।
বিধানে যাঁহার জনম সবার
তাঁরি আছ তুমিও নয়ানে॥

সংশয় মলিন জমে দিন দিন
নাহি যদি প্রাণে ডাক তাঁরে।
সকলি ছাড়িয়া পড় আছাড়িয়া
সঁপি' তাঁরি পদে চিতভারে॥

আঁধার আসিছে মরণ শাসিছে—
চল আগে নাহি ডরি' কারে।
তাঁরি নাম লয়ে চল নিরভয়ে
মৃত্যু মাখি' মরতের পারে॥

শান্তি শান্তি করি' ঘুরে ফিরে মরি—
লভি শুধু শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ।
দেখা পাব কবে আঁধার এ ভবে
চাহে মোরে মা বলিতে কেহ॥

তব প্রেম জাগে নয়নের আগে
ধ্রুবতারা আকুল পরাণে।
তুমি প্রাণবঁধু মধু হতে মধু—
গেয়ে যাব তাই কলতানে॥

ধন্তিকা—

তব প্রেমে ফুল ফুটে দুল দুল
জাগে শত গ্রহ চন্দ্র রবি।
(তব) প্রেম লাগি কাঁদে খেলে নানা ছাঁদে
গাহে গান শত শত কবি॥

অতি দীন আমি, তুমি ধনী স্বামী
নাহি যদি দাও প্রেম, তবে
প্রাণের আগুন জ্বলুক দ্বিগুণ—
নিবাইবে কেবা তাহা ভবে॥

করিয়া প্রণতি করিহে মিনতি
প্রেম দিয়া জুড়াও হে প্রাণ।
সারা দিবানিশি আঁখি অনিমিষি
তব মধু দেখিব বয়ান॥

প্রাণের দেবতা ।

ইমন—মধ্যমান ।

হে প্রাণের দেবতা
তোমারি চরণে
প্রাণ যেতে চায় ।
অনেক পেয়েছি দুখ
ভেঙ্গেছে আঘাতে বুক ;
লহ লহ তুলে
তোমারি কোলে ।



৺হিতেন্দ্রনাথের প্রতি।

বরষের পর বর্ষ গিয়াছে চলিয়া।
ধরণীর সুখদুখ গেছ এড়াইয়া॥
কত চেষ্টা করেছিনু রাখিবারে ধরি'।
নিরাশের আশা গেলে সুনিষ্ফল করি'॥
গেছ ভাল স্বরগের পেয়ে দিব্য বলে—
অবিশ্রাম ফেলি মোরা নিতি অশ্রুজলে॥
ছিলে যবে হেথা, কত করিতে উৎসব—
যত্ন কিসে ভাল থাকে ভাইবোন সব॥
কোথা সে আনন্দোৎসব আজিকার দিন।
বিষয় কুটিল লয়ে রয়েছি মলিন॥

এক দুই করি হেথা গণি গো বৎসর।
কালের যায় না সেথা গর্ব্বপদভর ॥
কিবা মাস কিবা বর্ষ বুঝি তব কাছে।
কালের জটিল ভাগ ঘুচে সব গেছে ॥
তোমা বিনা করি হেথা যত গীত গান।
সকলি নিবস্ত যেন—নাহি পাই প্রাণ ॥
যে গান শুনিছ তুমি সংসারের পারে,
বন্ধু দেবগণ হতে অনাহত তারে,
তেমন সঙ্গীত বল কোথা পাব হেথা—
অর্দ্ধ পথে থেমে যায় তুলি মর্ম্মব্যথা ॥
যৌবন-মাখানো তব সরল সে মুখ,
ঢাকিতে পারেনি কভু শত কষ্ট দুখ ॥
স্বচ্ছ অতি স্বচ্ছ তব নিষ্কলঙ্ক চিত্ত।
তুচ্ছ ছিল তব কাছে রাশি রাশি বিত্ত ॥

খাতা—

প্রেমময় পয়ে তুমি অটল নির্ভয়
রেখেছিলে চিরকাল—আনন্দনির্ঝর
বহিত তোমার প্রাণে—বায়েকের তরে
নামেনি আঁধার স্তব জীবনের পরে॥
বিভুরে জানাই মোর প্রাণের এ কথা।
তুমি যেন আছি পাও [illegible] [illegible] [illegible]।
দীর্ঘশ্বাস যেন হয় না ফেলিতে হায়।
মৃত্যু কষ্ট কাছে যেন ঘেঁসিতে না পায়॥
এতদিন সেবা তুমি করিয়াছ যাঁরে,
সার্থক জীবন তব—পাইয়াছ তাঁরে॥
কালের পরদা ছিন্ন করি দুই ভাগে,
অনিমেষ দেখিতেছ—তাঁরি আঁখি জাগে॥
তাঁহারি মহিমা গান করিয়াছ চলি'।
[illegible] শূন্যে তাঁর আহরিছ বলি॥

—ওঁ—

ওপারের সুরে।

ভুলো না দেখিয়া ধরণীর মিছা হাসি
মিছা যত আশা, ক্ষণিকের ভালবাসা।
মেতো না ধনের শুনি উন্মাদনী বাঁশি—
উপরে বাজিছে শঙ্খ মহা হিতভাষা॥

এদিকে ওদিকে আর ছুটো না ঘুরিয়া
ডুবায়ে রেখো না চিত্ত অশান্তি-মাঝার।
অন্তরে তাঁহার বাণী শোন কাণ দিয়া
মরো না বিষয়-বিষ পান করি' আর॥

দুখের সাগরে তুমি রহিওনা ডুবি'—
বিষাদ-কাহিনী ছাড় নিরানন্দ শত।
তাঁহারি চরণে কর নিবেদন সবি—
লবেন স্বহস্তে তব দুখভার যত॥

সংশয় আশঙ্কা দূরে ফেলে দাও সব ;
করে থাক পাপ যদি, পড়ে থাক পাছে—
তাঁহার করুণাবারি ধুয়ে দেবে সব—
অমৃত পাইবে তুমি মরণের মাঝে॥

রহিও নির্ভয়, যদি আসে যা আঁধার ;
মায়ামরীচিকা-পাছে বেড়ায়ো না ঘুরে ;
জ্যোতির্ম্ময় সুরধাম সমুখে তোমার—
মিলাও হৃদয়তার সেথাকার সুরে॥



প্রাণ গেল।

বাউলের সুর।

প্রাণ গেল প্রাণ গেল—
(ওমা) প্রাণ গেল, প্রাণ গেল।
সুখের আগুন চাইনাকো আর
দুখের জলই ভালো—
প্রাণ গেল প্রাণ গেল
(ওমা) প্রাণ গেল প্রাণ গেল।
সুখের দুখের ঝুলিয়ে দোলায়
কি যে ভেল্‌কী খেল—

(যবে) সুখের নেশায় ভুলি মা তোমায়,
মরণ পরশে আপনে হারাই,
(তখন) অসাড় জীবন করতে চেতন
প্রাণের দহন আলো !
প্রাণ গেল প্রাণ গেল
(ওমা) প্রাণ গেল প্রাণ গেল ।

সুখের দুখের দুলিয়ে দোলায়
কি যে ভেল্‌কী খেল—

(যবে) দুখের অমায় একলা ধরায়
পাগল হয়ে বেড়াই ধেয়ে,
(তখন) আপন কোলে লইয়ে তুলে
শান্তিধারা ঢালো !
প্রাণ গেল প্রাণ গেল
(ওমা) প্রাণ গেল প্রাণ গেল ॥

শারদ প্রাতে।

পান্ধারী তোড়ী—ঝাঁপতাল।

আজিকে মধুর সুবিমল প্রাতে
মরম বাঁশরী উঠিল বাজিয়া।
আজি নামে তব ওহে প্রিয়তম
শত নব গান উঠিছে ফুটিয়া॥
তোমারি মধুরে সকলি মধুর,
তব পুণ্য গন্ধ পড়িছে ঝরিয়া।
সুগন্ধ বাতাস তোমারি নিশ্বাস
দিতেছে আমারে পাগল করিয়া॥

বেলা যায়।

পূরবী—ঝাঁপতাল।

বেলা চলে যায় তোমা পানে চেয়ে
দিবানিশি একা বসি
আঁধার ঘরে
শূন্য হিয়ে।
কবে হবে পূর্ণ আশা
সার্থ হবে ভালবাসা
ভেসে যাবে উছল প্রেমে
হৃদয়-তীরে
জননি হে।

ধস্তিকা—

কত লোক তো যায় মা চলে,
চায় নাকো কেউ বারেক ফিরে—
পথের ধারে কে কোথা পড়ে।
মরণ-ছোঁয়া কেবা ছেলে—
তারেও তুমি যাও না ভুলে ;
তারেও তুমি লও মা তুলে
আদর করে
জননি হে ॥

—ওঁ—

সন্ধ্যায়।

শান্ত সন্ধ্যা নেমে এল, ডুবে গেল রবি—
আঁধার ছাইল ধরা যেন এক ছবি।
পথপ্রান্তে বৃক্ষছায়া দীর্ঘ হয়ে উঠে,
সাদা সাদা ফুলগুলি একে একে ফুটে।
জীবজন্তু যত সব নিজ ঘরে গেল,
অবিশ্রান্ত কোলাহল ধীরে থেমে গেল।
নিবিড় গাছেতে দূরে গায় সান্ধ্য তান
শত পক্ষী শত সুরে রসে ভরা প্রাণ।
নীরবতা যেন তাহে জাগে গাঢ় হয়ে,
আমি বাঁচি সন্ধ্যা সাথে কত কথা কয়ে।

বর্ত্তিকা—

ধীরে-ধীরে থেমে যায় পক্ষী-কলতান,
শান্তিসুধা মধু ঝরে জুড়াইয়া প্রাণ।
তারাগুলি একে একে ফুটে শূন্যভূমে,
ছন্দে প্রেমে গাহে গান এনে দেয় ঘুমে।
প্রাণের ভিতরে এক জাগে মহাগান,
দুঃখের আনন্দধারা—অনাহত তান।
যারা সবে শোকহত শুনে পাবে বল,
ঝঞ্ঝাবায় থেমে যাবে, পাবে শান্তিজল।

ওঁ

কাতর আহ্বান।

হাম্বীর—একতালা।

আমার পরাণ ধায়
ধায় তোমারি পানে।
গোপনে মরমব্যথা
লয়ে আছি একা হেথা
আকুল পরাণে।
তুমি আছ কোন্ দূরে
জ্যোতির্ম্ময় কোন্ পুরে
আমার কাতর ডাক
পশে না কি কাণে?

স্বস্তিকা—

বিরহে প্রভু তোমার
আঁখি ঝরে শতধার
বাধা নাহি মানে।
কবে আসি দিবে দেখা
মধুরূপে প্রাণসখা—
চৌদিকে উঠিবে ভরি'
তব জয়গানে॥

—ওঁ—

মৃত্তিকা—

আমায় রাখো।

বেহাগ।

আমায় রাখো আমায় রাখো।
তুমি গো জননী দিবস রজনী
হৃদয়ে জাগো
হৃদয়ে জাগো।
তোমারে ছাড়িয়া আকুলিত হিয়া
ভ্রমি যে কোথা জানি নাকো—
তবু যে মা শুনি তোমারি মধু বাণী—
করুণ স্নেহ-স্বরে তুমি ডাকো
তুমি ডাকো।

খণ্ডিকা—

বিরহ তোমার সহে নাকো আর
প্রাণ চাহে সদা কাছে থাকো
কাছে থাকো।
আর কিবা চাহি বল,
চাহি শুধু ক্ষমা কর
অপরাধ মম লাখো লাখো ;
তোমারি শীতল কোলে
লহগো আমায় তুলে
বারেক মা গো—
আমার মা গো।

ওঁ

বিশ্বপাতা।

হে মম জীবনদাতা
তুমি এক বিশ্বপাতা
তোমারে ছাড়িয়া বল কোথা যাব আর।
কোথায় আনন্দ আলো
আঁধারে সকলি কালো
সুখশান্তি কোথা, কেবা সহায় আমার॥

চিত্তের ভরসা মম
আলেয়ার আলো সম
মিলাইয়া যায় যবে হারাই তোমারে।
ব্যাকুল আমার প্রাণ
নিবিয়া গিয়াছে গান
তোমারি প্রেমের তরে মরি হাহাকারে॥

মরুভূর যেন পান্থ
তৃষায় আতুর শ্রান্ত
সম্মুখে মৃত্যুরে দেখি আকুল অন্তরে।
দয়া করে বারিবিন্দু
দাও হে প্রেমের সিন্ধু
নহিলে দেখিয়া যাও ভক্ত তব মরে॥

সংসারের সুখ যত
দংশিছে বৃশ্চিক শত
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি তাহার জ্বলনে।
তোমার বিহনে প্রেম
নাহি শ্রেয় নাহি ক্ষেম
তৃষার আগুন বাড়ে সুখের ছলনে॥

ওঁ

আকুলি-বিকুলি।

(কীর্ত্তনী ঢপের সুর)

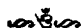
মরিব মরিব নিচয় মরিব
মরণে বরিণু মম স্বামী ;—
মরণেরি সাথে খেলি দিনেরাতে—
পরাণের সাথী দিনযামী।

জীবন-আশায় কত কাল হায়
ভাসিয়া চলিয়া কাটি গেল ;
কত আশা লয়ে পুষিনু হৃদয়ে—
সকলি নিরাশা দেখি ভেল।

সাগরের তীরে দেখি বসি' ধীরে
জলরাশি আসে ফিরে যায় ;
জল ঢলঢল সে তো হলাহল
জলতৃষা নাহি মরে তায়।

নাহি প্রাণে সুখ ভরা দেখি দুখ—
বাঁচিব কিসের বলো তরে ?
মরণের পায় দিব মনকায়—
মোরে আর কেবা রাখে ধরে।

পাষাণ ভেদিয়া মরম বাহিয়া
মরণ-কামনা জাগে ফুটে ;—
মরণের পারে বুঝি হাহাকারে
গিয়াছে সকলি টুটেপুটে।



পরিত্রাতা।

হে মম জীবনদাতা
তুমি এক পরিত্রাতা
জীবন তোমারে ছাড়ি' দুর্ব্বিষহ ভার।
আমোদ হাসির গান
ললিত মধুর তান
বায়ুর তরঙ্গে ভাসি' বহে শতধার॥

তবুও না পাই শান্তি
যদাই ঘিরিছে শ্রান্তি—
জেগে ওঠে পুনঃ পুনঃ হতাশ পরাণে ।
পাপতাপ শতমুখ
ঢালিছে সদাই দুখ
অগ্নিময় বায়ুসম মৃত্যুরেই আনে ॥

মৃত্যুর বাঁধন যাহা
মৃত্যুই খুলিবে তাহা
আশ্চর্য্য নিয়ম একি দেখি গো তোমার ।
শত প্রিয় পরিজন
অগাধ অসীম ধন
বাঁধন খুলিতে সাধ্য নাহি কারো আর ॥

শান্তিদাতা।

হে মম জীবনদাতা
তুমি এক শান্তিদাতা
না হেরিলে তোমা দেখি সকলি আঁধার।
অনাহত বাণী স্তব্ধ
আহ্বানের মৃদু শব্দ
শত কোলাহল ভেদি' আসে গো তোমার।

সংসারে কর্ম্মের মাঝে
কত যে বেসুরা বাজে
তোমার আহ্বানে কভু বাজে না বেসুর
গিরি বন উপবন
নদী সিন্ধু ভক্তজন
বাজিছে সবারি মাঝে মধুর সে সুর ॥

সে সুর না নিলে প্রাণে
চিত্ত মম নাহি মানে—
পথভ্রান্ত পান্থ যেন মরি ঘুরে ঘুরে।
যেথায় যে হিংসাদ্বেষ
মলিন ধূসর বেশ—
স্মরণ করায়ে দেয় কেবলি মৃত্যুরে ॥

পাপতাপ প্রলোভন
চিত্ত মম অনুখন
ঘিরে রেখে নাহি দেয় তোমারে দেখিতে।
কি হবে আমার গতি
উদ্ধার না কর যদি,
নাহি চাহ যদি মম প্রাণ মন নিতে॥

সহায় না হলে তুমি
দাঁড়াবার কোথা ভূমি
আলোক ধরিবে কেবা পথে অন্ধকার।
জীবনে মরণে যবে
মহান সংগ্রাম হবে
বাঁচাইবে কোলে নিয়ে কেবা বল আর॥

একে একে যায় দিন
শরীর হতেছে ক্ষীণ
সভয়ে আহ্বান শুনি মৃত্যুর ভীষণ।
নাহিক মৃত্যুর পারে
বন্ধু বলি ধরি যারে—
দিতে পার তুমি এক অনন্ত জীবন॥

তুমি মম পিতামাতা
তুমি মম জন্মদাতা
সংসারের কঠোর এ আহব-অনলে।
তোমা ছেড়ে যাব কোথা—
প্রাণে মনে বড় ব্যথা;
মৃত্যুব্যথা দূর হবে তব শান্তিজলে॥

ওঁ

প্রসাদী-পদচ্ছায়া।

ভুলতে কি পারি ?

তোরে মা কি আর্ আমি ভুল্তে পারি ?
এবার্ ভুল্লে চিরজনম্ করিস্ আড়ি ॥ (ধুয়া)

প্রাণের্ ভিতর্ যেম্নি ডাকা
অম্নি মা তুই দেছিস্ দেখা—
আমার্ প্রাণে তোর্ মা প্রাণে
বেজে উঠ্ছে একৃই নাড়ী ।

কে বলে মা গেছিস্ ছেড়ে—
আমায়্ মা তুই সদাই ঘিরে ;
ইচ্ছা হয়্ মা জুড়াই পরাণ্
দিবানিশি তোর্ কোলে পড়ি' ।

আবার্ অনেক্ কালের্ পরে
ভরেছিস্ প্রাণ্ স্নেহের্ ঝোরে ;
বারেক্ও মা যাস্নেকো আর্
কোলের্ ছেলে পথে ছাড়ি' ॥

ভুলিসনেকো আর।

(মন্) ভুলিস্‌নেকো আর্ আপন্ মায়ে।
আমার্ যে মা বিশ্ব সারা আছেন্ ছেয়ে ॥ (ধুয়া)

দেখ্‌রে চেয়ে হৃদয়্ খুলে
প্রেম্ খেলে মা'র্ ভুবন্ জুড়ে
তারায়্ তারায়্ গ্রহে গ্রহে—
মাথা নোয়া মায়ের্ পায়ে।

দুখের্ আঁধার্ যাবে ঘুচে,
নয়নের্ জল্ যাবে মুছে,
বারেক্ যদি হৃদয়্ পদ্মে
ধরে রাখিস্ আপন্ মায়ে।

ছুটে চল্‌রে মায়ের্ কোলে,
দুল্‌বিনেকো ভবের্ দোলে;
সকল্ জ্বালার্ জ্বালার্ মাঝে
(তুই) বসে রইবি নিরাময়ে ॥

প্রাণের মাঝে আয়।

(ওমা) প্রাণের্ মাঝে আয়্ দেখি পরাণ্ ভরে ॥ (ধুয়া)

দেখ্‌তে না গো পেয়ে তোরে
প্রাণ্ যে যায়্ মা জ্বলেপুড়ে
(সেই) পোড়া প্রাণের্ উৎস হতে
কত অশ্রু-নদী ঝরে।

রাশি রাশি দেছিস্ মা দুখ্—
বজ্রাঘাতে ভেঙ্গেছে বুক্ ;
এখন্ তো এক তুই মা গো বল্—
তবু কেন আর্ দাঁড়াস্ সরে।

আমি জানি তোর্ অধম্ ছেলে—
তাই বলে হয়্ দিতে ফেলে ?
তোর্ কাছে প্রাণ্ চায়্ মা যেতে—
ডেকে একবার্ নে মা কোলে ॥

ওঁ

পিতামাতা।

(ওমা) তুই মা আমার্ পিতা মাতা ॥ (ধুয়া)
তুই মা আমার্ পরাণ্ বঁধু,
কৃপাসিন্ধু মা তুই মধু ;
স্বামী তুই মা, তুই মা বহিন্,
আমার্ তুই মা একই ভ্রাতা।

জানিনে মা তুই কি যে আমার্,
(দেখি) নাম্‌টী মায়ের্ সবার সার্ ;
প্রাণের্ ভিতর্ ডাক্‌লে তোরে
ঘুচে যায়্ মা সকল্ ব্যথা।

স্বস্তিকা—

সকল্ ব্যথা ঘুচিয়ে দিয়ে,
(আমায়্)তোর্ সাথে মা মিলিয়ে নিয়ে,
নীরব্ আমায়্ করে দিয়ে
চোখে চক্ষু রাখ্‌তে দে মা।

তোর্ সাথে মা এমন্ বাঁধন্—
কে দেখেছে কোথায়্ কখন্?
কথা মুখে নাহি সরে—
অবাক্ হয়ে ভাবি সদা।

ওঁ

ও সুর।

আমায় কেন মা তুই শোনাস্ ও সুর্ ? (ধুয়া)

ও সুর্ মা শুন্‌লে কাণে
বেদন্ জমাট্ জাগে প্রাণে ;
(তখন্) নেমে আসে অশ্রু হয়ে
ভাঙ্গা পরাণ্ ভাঙ্গিয়া চুর্।

দাপাদাপি আর্ থাকেনা গো—
সুখদুখ সব্ ভুলি মা গো ;
ওপারের্ মা বাণী শুনি—
ভয়ে আর্ তো হইনে আকুল্।

এপার্ ওপার্ জুড়ে যে তোর
আছে দেখি মা একই সে কোল্ ;
সেই কোলেতে বস্‌লে ভাল
কঠোর্ ব্যথাও লাগে মধুর্॥

মায়ের মার।

(ওমা) এতদিন্ কেন তুই মোরে দিস্‌নি দেখা ? (ধুয়া)

জবাব্ এর্ মা দিতে হবে—
শাস্তি নইলে কেবা দেবে ?
সেই যদি তুই কোলে নিবি,
আগে কেন রাখ্‌লি একা।

বুঝ্‌তে নারি মা কি তোর্ ধাঁচা,—
মার্ খেয়ে হাড়্ ভাজা ভাজা ;
(তোরে) শান্তির্ আশে ধরে শেষে
পেনু শুধু মারের্ ঝাঁকা।

মারিস্ ফেলিস্ দিস্ বা তেড়ে
রইব চরণ্ তলে পড়ে ;
(আর্) পূজ্‌ব মা তোর্ মূর্ত্তিখানি—
প্রাণের্ মাঝে আছে আঁকা।

ঘানির বলদ।

(ওমা) আমায় কর্‌লি তুই কেন ঘানির্ বলদ্ ॥(ধুয়া)

একৃই পথে যে ঘুরে মরি—
চোখে ঠুলি মা—অন্ধ চলি ;
শ্রান্ত হয়ে থাম্‌তে গেলে
ছোঁয়াস্ চাবুক্—চলি জলদ্।

জানিনাকো তুই মা কেমন্—
শাস্তি দিস্ মা আমায় বিষম্ ;
আমায় তুই না কর্‌লে ক্ষমা
পদে পদে মোর্ আছেই বিপদ্।

এবার্ আমায় দে মা ছুটী—
আনন্দে খাই লুটোপুটী ;
(তোর্) আলোহাসির্ বন্যা নেমে
ভেঙ্গে দিক্ এ অন্ধ গারদ্।

জমীদারি ।

(ওমা) জমীদারি মা আমি চাইনে পেতে (ধুয়া)

কাঙ্গালদুখী প্রজার ঘরে
আহার নাই এক বেলার তরে ;
সরেনাকো প্রাণ—কঠোর বিধান—
তাদের কাছে কড়ি নিতে।

কাপড়খানি নাইক ঘরে—
লাজ-নিবারণ হয় কি করে ?
প্রাণ ভেঙ্গে যায় জুলুম করে
(তাদের) মুখের গেরাস কেড়ে নিতে।

প্রাণ গুটী গো দিতে নারি—
কাড়বার বেলা খুবই পারি ;
ভেবে ভেবে তাই সরে যেতে চাই
কোথাও দূরে ধম্মা হতে।

জমীদার।

জমীদার ওমা আমি চাইনে হতে (ধুয়া)

সাধু সন্ত বসে যেথা
কইতে থাকে তোরি কথা,
গাছের ছায়ায় খোলা হাওয়ায়
সেইখানে প্রাণ চায় মা যেতে।

মা দিবি তুই সুখের কাছে
থেয়ে র'ব তাই সুখের মাঝে ;
ভোগবিলাসে ছাই দিয়ে মা
(তোর) চরণতলে চাই মা শুতে।

কারো কেড়ে মুখের গেরাস
আনবো নাকো বুকে তরাশ
ভয় ভাবনা নিবেদিব
তোরি ওই মা চরণেতে।

মায়ের রূপে।

তোর্ মা রূপে আজ্ ভরেছে ভুবন্। (ধুয়া)

(তোর্) জোছনা মেখে আকাশ্ সারা
হাস্‌ছে দেখ্ মা আপন্-হারা ;
সেই হাসির্ মা পরশ্ পেয়ে
পাগল্ হয়্ মোর্ পরাণ মন্।

ভুবন্ ভরে আজ্ উঠ্‌ছে যে গান্—
সুরের্ পরে সুর্ উঠে যে তান্—
তৃপ্তিতে অতৃপ্ত হয়ে
শোনে গিরি সাগর বন্।

বর্ত্তিকা—

(আমি) হাসি কাঁদি কি যে করি
আকুল্ হই মা, ভেবেই মরি ;
(তোর্) আলোর্ আঁধার্ অন্ধ করে—
সুখের্ অশ্রু ভাসায়্ নয়ন্ ।

(আমার্) মিটে যায়্ মা সকল আশ্
পরাণের্ মা ঘুচে তিয়াশ্
(যবে) তোরে দেখি, তোর্ বাণী শুনি—
পড়ে রই তোর্ ধরে চরণ্ ।

—ওঁ—

পঞ্চপুষ্প ।

ভারত-মাতা।

মা তোমার নহে এ তো সেই বেশ
যে বেশে শাসিতে তুমি
রাণী হয়ে বসি গিরিরাজ পরে
শ্যামল ভারত-ভূমি॥

কত যে দেশের মুকুট তখন
লুটায়ে পড়িত পায়—
জগতের জ্ঞানী চাহিত আশ্রয়
তোমারি জ্ঞানের ছায়॥

কোথা কুরুকুল যদুকুল কোথা
স্তন্য তব পান ক'রে
বিচরিত যারা দেবতার মত
জয়ের পতাকা ধ'রে ?

আর কি তোমার বসিবে না শিরে
জ্ঞানের মুকুটমণি ?
কবে তব মাত ঘুচিবে এ বেশ—
চলেছি দিবস গণি ॥

সুনীল আকাশ আজিও তোমার
মাথায় আশ্রয় ধরে।
রবির কিরণ শুভ্র বস্ত্রে তব
লজ্জা নিবারণ করে ॥

স্বস্তিকা—

দখিনে বাতাস   তব দুখে দুখী
আজিও করিছে সেবা।
গাছেদের কাছে   গাহে কত গাথা
সে গান শুনিবে কেবা?

ঘোষে ক্ষিতি আজো রাণী তুমি মাতঃ—
অজানা তোমার পায়
কোটী গ্রহ তারা   প্রতিদিন আসি
প্রণতি করিয়া যায়॥

নব্যভারত ভাদ্র ১৩২৬





সংগ্রামে আহ্বান।

(ইংরাজদিগের প্রতি লর্ড কীচনার)

জাগাও সবারে বাজায়ে দামামা—
যুদ্ধে আজ যেতে হবে।
পাহাড়ে পাহাড়ে জ্বালায়ে আগুন
আন গো ডাকিয়া সবে ॥

শতেক পতাকা খেলুক বাতাসে
দাঁড়াও তাদের তলে।
দেশের নাবিক দেশের জাহাজ
চালাক সাগর-জলে ॥

দেশের সন্তান যে যেথায় আছ
মেলো যদি একপ্রাণে—
কি অসীম বল উঠিবে জাগিয়া
কেহ নাহি তাহা জানে ॥

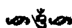
চল চল সবে যুদ্ধসাজ পরি'—
বিষম সমর মাঝে।
বলিষ্ঠ কৃষক রাখো তব ক্ষেত—
চল গো সংগ্রাম-সাজে ॥

দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মায়ের সন্তান
দুঃখশোক রাখো পাছে,
হও অগ্রসর, ঝাঁপাইয়া পড়
অরিগণ যেথা আছে ॥

মুছ অশ্রুজল— ঘুচে যাক শোক—
ঘুচুক প্রভেদ যত।
দেশের চরণে আত্মবলি দিলে
পাবে নব বল কত ॥

জননি তোমার যদি বা সন্তান
যুদ্ধেতে মরণ লভে।
দেব নর যত পূজিবে তাহারে—
বীরগাথা গাবে সবে ॥

সম্মিলনী ৫ই শ্রাবণ ১৩২৬



বিবাহ-মঙ্গল।

(রাগিণী—সাহানা)

তোমারি আহ্বানে আজ
পরিয়া মিলন-সাজ
এসেছে আশীষ তরে
শুভ মিলনের পরে।

দীরঘ জীবন-পথে
ধরি' যেন তব হাতে
তোমারি করুণা পরে
চলে নিরন্তর ক'রে—
তব এ আশীষ শিরে
ঘরে লয়ে যেন ফিরে।

স্বস্তিকা—

সন্ততি ফেলুক ছেয়ে
শত কলতানে গেহ;
তব পুণ্য নাম গেয়ে
ধন্য হোক প্রাণ দেহ;

জ্ঞানেতে উজ্জ্বল হোক,
ঘুচে যাক দুখ শোক;
আনন্দ হউক নিত্য
অনুচর সদা সত্য—
তব এ আশীষ শিরে
ঘরে জয়ে যেন ফিরে।

ওঁ

সংগ্রামের ভেরী।

(জর্ম্মনগণ ভারতে পদার্পণ করিবার জনরবে)

সংগ্রামের ভেরী উঠেছে বাজিয়া,
তরোয়াল ধর হাতে।
যেথায় যে আছ ভারত-সন্তান
মিলে চল এক সাথে॥

ঝলসি উঠুক রবির কিরণে
তরোয়াল শত শত।
শত্রুগণ পরে আসিয়া সবলে
করুক শতেক ক্ষত॥

ঘরের সম্মুখে শত্রু বসে আছে—
করে দেবে খান-খান।
পতাকা উড়ায়ে সিংহ-ব্যাঘ্র-মত
ছুটে চল তার পান॥

ধর সবে অসি ধরগো বল্লম—
রক্ত খেয়ে তৃপ্ত হোক
শত্রুর বুকেতে যাইয়া সবলে—
ভারতের জয় হোক ॥

কোথা গো তোমরা ক্ষত্রবীর যত
কামান বন্দুক লয়ে।
করগো নির্ম্মূল শত্রুগণে শত—
কাঁপুক তাহারা ভয়ে ॥

কামান বন্দুক উঠুক গরজি'
উদ্গারি' অনলরাশি।
শত্রুর ঘরেতে যতেক মহিলা
মরুক অশ্রুতে ভাসি' ॥

আমোদ প্রমোদ ছেড়ে দাও সব
নৃত্য গীত যাক দূরে।
সুখের স্বপন ভেঙ্গে ফেলে দাও
ঘর দোর থাক পড়ে॥

বাজিয়াছে ভেরী সংগ্রামের তরে—
শত্রুরা বসিয়া দ্বারে।
হুহুঙ্কারে পড়ে ভাসাও ধরণী
তাদের রক্তের ধারে॥

কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী যেমন
ঘোষিত সবার মুখে।
তোমাদের তথা বীরত্ব-কাহিনী
গাহিবে সকলে সুখে॥

স্বস্তিকা—

জননি তোমায় করিগো মিনতি
সন্তানে রেখোনা ঘরে—
অস্ত্রশস্ত্রে সেজে চলুক সংগ্রামে
স্বদেশ রক্ষার তরে ॥

সম্মিলনী ৫ই আষাঢ় ১৩২৬

খত্তিকা—

স্বাধীনতা।

(ফরাসীদিগের প্রতি মার্শাল ফষ্)

স্বাধীনতা—স্বাধীনতা—
কেবা চাহে হারাবারে ?
মুহুর্ত্তেরো স্বাধীনতা
কে না চাহে লভিবারে ?

শোন ওই বাজে শিঙ্গা

[illegible]—
পতাকা উড়িছে হাসি'।
যুদ্ধের বারতা শোন—
বায়ু সাথে আসে ভাসি'॥

খস্তিকা—

জন্মভূমি মৃতপ্রায়—
ছুটে চল, চল বেগে।
ভকত সন্তান যত
ওঠ—ওঠ—সবে জেগে।

আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ
তরবারি শীঘ্র খোল।
মরুক বিপক্ষ সেনা—
স্বদেশের জয় বল॥

স্বাধীন মানব মোরা
শত্রুরে নোয়াব মাথা?
কুক্কুর-সমান গাব
ভয়ে যত চাটুগাথা?

আসুক মরণ দেশে
ছাইয়া বন্যার মত।
নাহি ডরি—যদি হয়
স্বাধীনতা হস্তগত॥

শত্রু যদি দলে দলে
লুণ্ঠন করিতে আসে,
মোদের সুখের দেশ
যদি রক্তস্রোতে ভাসে-

বিদায়—বিদায় তবে
আত্মীয় বান্ধব হতে।
কোমল বন্ধন যত
বিদায় সকল হতে॥

মন্ত্রের সাধনে যদি
যুদ্ধে মৃত্যু লভি শেষে।
নূতন জীবনস্রোত
ছাইয়া ফেলিবে দেশে॥

ধর্ম্মের—গৃহের তরে
যুদ্ধে যদি যায় প্রাণ,
হতাশ হয়োনা কেহ—
প্রাণ দিয়া পাবে প্রাণ॥

মরণেরে আলিঙ্গন
শতবার ভাল, তবু—
শত্রুহস্তে আপনারে
সঁপিয়া দিওনা কভু॥

অশ্ব'পরি চড় ত্বরা
তরোয়াল মুক্ত করি'।
দেখি' তার ঝলমল
ডরুক যতেক অরি॥

কাঁপাইয়া শত্রুব্যূহ
ঝাঁপাইয়া পড় মাঝে।
স্বাধীন করিয়া দেশে
সাজাও নূতন সাজে॥

সম্মিলনী, ২০শে আষাঢ় ১৩২৬

নমস্কৃতি ।



প্রণাম।

কত যে করুণা-কণা দিতেছ ছড়ায়ে
মলিন মানবপরে হে দেব হে পিতা,
কেমনে বলিব বল কথা নাহি পাই।
যতই হোক না ছোট, প্রতি পাতা ফুল,
বনের প্রত্যেক জীব গাহে তব প্রেম—
ঘোষেগো শকতি তব—ধারণে অক্ষম।
ছোট বড় নাহি কিছু তব প্রেম-কাছে।
নিজ ধ্যানে আছ নিজে—নারিগো বুঝিতে
মহাশূন্য তব কাছে বালুকা-সমান—
মহাকাল পড়ে আছে সিন্ধুবীচি এক।

সংসারের চারিধারে মারামারি শুধু—
তব প্রেম তবু জয়ী জানি গো নিশ্চয়।
একটী নিশ্বাস মম পড়েনাকো হেথা
না মানি' আদেশ তব—ভয় নাহি কোন—
যাহা কিছু ঘটে হেথা, সুখ দুঃখ কিবা—
জড়িত রয়েছে দেখি প্রেমেতে সকলি।
নিশায় ঘুমাই যবে, তুমি নিয়ে চল
আলোকের পথে চির-অবিশ্রাম স্নেহে।
তোমারে প্রণাম করি, তোমারে প্রণাম—
হৃদিপরে কর দেব তব নিত্যধাম।

মা আমার।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

আমরি মরি—কি রূপ ধরি'
এসেছ মা—মা আমার!

হৃদয় উজল করি',
জ্যোতি অপরূপে ভরি',
বারেক দাঁড়াও
প্রণমি গো মা আমার!

তোমারি ভালে তপন জ্বলে,
তোমারি হাসি ফুটে কমলে,
তোমারি প্রভা জগতীতলে—
প্রণমি গো মা—
মা আমার!

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটী গ্রন্থের পরিচয়।

মা।—স্বদেশী এন্টিক কাগজে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন-রূপে মুদ্রিত, মূল্য ।০ আট আনা। ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোডস্থ আদিব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। এই সঙ্গীত পুস্তকখানিতে ৫৬টি গান আছে। সঙ্গীতগুলি রামপ্রসাদী সুরে লেখা হইয়াছে। প্রত্যেকটি গানে ভক্তের প্রাণের কথা অতি সহজে সরলভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একজন অসীম প্রতিভাসম্পন্ন সুলেখক এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তি। বঙ্গসাহিত্যের ইনি যথেষ্ট সেবা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ইঁহার এই ভক্তিরস পূর্ণ প্রাণের সঙ্গীতসমূহে তাঁহার সাধনের উচ্চাবস্থার বেশ পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ১১ বৎসর বয়সের পুত্র ৺ব্রতীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে এই পুস্তক লেখা হইয়াছে। মা আঘাত দিয়া নীরব সাধকের এবার কথা ফুটাইয়াছেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ ইহাতে যে শুধু নিজেই সান্ত্বনা পাইয়াছেন—তাহা নহে, আমাদের বিশ্বাস ইহা পাঠে অনেক সাধক ভক্তও যথেষ্ট শান্তি পাইয়াছেন। মা-হারা হইয়া যাঁরা ব্যাকুল প্রাণে মাকে খুঁজিতেছেন—তাঁহাদিগকে আমরা ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সম্মিলনী—২০ বৈশাখ, ১৩১৫।

মায়ে-পোয়ে।—ইহা তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক ও দার্শনিক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ প্রণীত একখানি গদ্য কাব্য। আমরা একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ধন্যবাদ! যে কারণে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিস্তর পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, বেদ-বেদান্তের সহিত সংগ্রাম করিয়া, শেষে ভাগবত-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ঠিক সেই কারণে, মনে হয়,

আমাদের এই তত্ত্বনিধি ঠাকুর এই মাতৃলীলা-প্রকটনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে কৃতকার্য্য দেখিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। লীলারসময়ী জগন্মাতা তাঁহার ভক্ত শিশু-সন্তানের সহিত কিরূপে ক্রীড়া করেন, তাঁহার সরল শিশুকে কি ভাবে কখন হাসাইতে, কখন কাঁদাইতে থাকেন, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে রামপ্রসাদ-প্রমুখ মাতৃভক্তগণের জীবনে প্রত্যক্ষ করিলাম। যে ভাবে ও ভাষায় ডাকিলে মায়ের সাড়া পাওয়া যায়, ইনি সেই ভাবে ও সেই ভাষায় তাঁহাকে ডাকিয়াছেন ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন। যাঁহারা মাতৃহারা হইয়া শোকে মগ্ন, বিষাদে জর্জ্জরিত ও নৈরাশ্যে মুহ্যমান এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের নিত্যসঙ্গী ও পথ-প্রদর্শক হউক। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ইহা সকলেরই পঠনীয়।

ডায়মণ্ডহারবার হিতৈষী ১২ আগষ্ট ১৯১৯।

শিক্ষা সমস্যা ও কৃষিশিক্ষা। মূল্য ।৹ আট আনা মাত্র। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এই পুস্তকখানির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত হীরেন্দ্রবাবুর লিখিত ভূমিকা যেমন আশা করা যায়, তেমনি সরস হইয়াছে। এই বইখানি যখন আমরা পাইয়াছি তখনই পড়িতে বসিয়াছি এবং শেষ না করিয়া উঠিতে পারি নাই। "ব্যথার ব্যথী না হইলে এমন বই লিখা যায় না। দেশের কথার খাঁটি ভাবুক না হইলে এমন বই লিখার কল্পনা আইসে না। স্বায়ত্তের যাহা আলোচনায় বিষয়, তাহার একটা মস্ত দিক ধরিয়া শ্রদ্ধেয় লেখক দেখিতেছি আগে হইতেই কথা পাড়িয়াছেন। বইখানির কিছু লেখা আমরা আলাদা কলমে ছাপাইলাম। পাঠকগণ জমীদারের লেখা এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবেন। গ্রন্থকার মহঃ

জমীদার; তিনি স্বনামধন্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র। অত বড় বুনিয়াদি জমীদার ঘরের ওয়ারীশ এই গ্রন্থকার। মর্য্যাদার এমন কয়টা জমীদার ঘর বাংলায় আছে যে ইঁহাদের কাছে ঘেঁষিতে পারে? ইঁহাদের কথা শোন। শোন এবং শিখ। আর কি বলিব? আজ বই লেখকের সমালোচনাই বেশীর ভাগ করিলাম— বইখানির সমালোচনা আর এক দিন করিব।

রায়ত—শনিবার, ২০ আষাঢ় ১৩২৬।

তোমরা আর আমরা। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

এই পুস্তিকাখানিতে ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থার আলোচনা করা হইয়াছে। সরল ভাষায় এই রাজনীতিক প্রবন্ধটী সাধারণের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে।

হিতবাদী—শুক্রবার, ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩২৬।

আমাদের সম্বন্ধে ইংরাজদিগের এবং ইংরাজদিগের সম্বন্ধে আমাদের কথার আলোচনা। গ্রন্থখানির মনের কথায় ভাল তাহার শেষাংশ টুকু উদ্ধৃত করা গেল।

এডুকেশন গেজেট—২৮শে কার্ত্তিক ৩২৬।

এই ১৫ পৃষ্টার ক্ষুদ্র বইখানি লিখিয়াছেন—আমাদের প্রীতিভাজন ও রায়তজনের হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ক্ষিতিবাবু অবশ্য স্বনামধন্য ব্যক্তি, কিন্তু আমরা রায়তের পাঠকবর্গের নিকট যে তাঁহাকে পরিচিত করিয়াছি, তা' শুধু তাঁর রায়ত-হিতৈষণার জন্য এবং রায়তজনপ্রীতির দিক হইতে। তাঁহার কোন কোন উক্তি আমরা 'রায়তে' উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, বাংলার সকল জমিদার এক ধাতুতে গঠিত নয়—এবং বুকের পাটা যতটা দরজ থাকিলে সত্য প্রচারে

অকুণ্ঠ ও নির্ভীক হইতে পারা যায়, ক্ষিতিবাবুর তা পূরা-পূরী আছে। ক্ষিতিবাবুর এই 'তোমরা ও আমরা' তাঁর বুকের [illegible] পাটার আর এক পরিচয়। বইখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু কথাগুলি মোটেই ক্ষুদ্র নয়। ক্ষুদ্র ত নয়ই, বরং কোন কথা এতটা ভারী যে তাক ঠিক করিয়া ছোড়ায় যেখানে যেটি উড়িয়া পড়িয়াছে তা বজ্রের মতই পড়িয়াছে। এই ধরণের বই বাংলায় বেশী নাই; অথচ এমন পুথির আবশ্যকতা এই অধঃপতিত বাংলায় পক্ষে খুবই বেশী। বইখানির অনেক কথা আমরা রায়তের পাঠকবর্গকে ক্রমে শুনাইব। এই বইয়ের মূল্য ।৴০ আনা মাত্র। ছাপা কাগজ ভাল

রায়ত—শনিবার, ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩২৬।
